Participation of External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, in the EU Ministerial Forum for Cooperation in the Indo-Pacific, Paris, February 22, 2022

March 21, 2022

প্যারিসে, 22 শে ফেব্রুয়ারি 2022 তারিখে ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় সহযোগিতার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীস্তরীয় ফোরামে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকরের অংশগ্রহণ।

মার্চ 21, 2022

1. বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকর 20-23 শে ফেব্রুয়ারি 2022 তারিখে ফ্রান্স সফর করেছেন, সেখানে তিনি ইইউ-র সভাপতিত্বের অঙ্গ হিসেবে ফ্রান্স দ্বারা আয়োজিত ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় সহযোগিতার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীস্তরীয় ফোরামে অংশগ্রহণ করেছেন।

2. ডঃ জয়শংকর ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে, ফ্রান্সের ইউরোপ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী মিস্টার জীন-ইভেস লে ড্রিয়ান, মিস্টার জোসেপ বোরেল, বৈদেশিক বিষয় এবং নিরাপত্তা নীতির জন্য ইইউ উচ্চ প্রতিনিধি/ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্স টিমারম্যানস, ইউরোপীয় কমিশনের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, মিস্টার প্রাক সোখোন, কম্বোডিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মিস রেতনো লেস্তারি প্রিয়ান্সারি মারসুদি, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মিঃ হায়াশি ইয়োশিমাসা, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন।তার মন্তব্যে, ডঃ জয়শঙ্কর ইউরোপ এবং ইন্দো-প্যাসিফিকের মধ্যে সহযোগিতার সাধারণ চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের মূল ভূমিকার উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি মিস্টার লে ড্রিয়ানের সাথে "ইন্দো-প্যাসিফিক পার্কস পার্টনারশিপ"-এর উপরে ইন্দো-ফ্রান্স উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেছেন যার লক্ষ্য হল অঞ্চলটিতে মুখ্য ইন্দো-প্যাসিফিক সরকারি ও বেসরকারি স্বাভাবিক পার্ক পরিচালকদের মধ্যে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাগুলিকে বন্টন এবং একত্রিত করার দ্বারা সংরক্ষিত এলাকার স্থিতিশীল পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষমতা নির্মাণ করা।

3. ফোরামটি তিনটি গোলটেবিল বৈঠককে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সকল অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিন্ন উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল। বৈঠক চলাকালীন আলোচনাগুলি সম্প্রতি গৃহীত ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এবং বৈশ্বিক গেটওয়ে কৌশলের আলোকে ইইউ এবং এর ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য ধারণা এবং উপায় চিহ্নিত করেছে। রাউন্ড টেবিলগুলি যেসকল বিষয়ের মূলভাবের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল সেগুলি হল 1) নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা 2) সংযোগ ও ডিজিটাল সমস্যা এবং 3) বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনঃ জলবায়ু, জৈববৈচিত্র, সমুদ্র ও স্বাস্থ্য। ডাঃ জয়শঙ্কর "নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন যেখানে ইইউ উত্তর-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে সমন্বিত সামুদ্রিক উপস্থিতির ধারণা সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছিল। এটি ইইউকে সামুদ্রিক অনুশীলন এবং পোর্ট কল সহ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে আরও সমর্থন করতে, সর্বোচ্চস্তরে নৌ মোতায়েন করতে, ইউরোপীয় কর্মের সুসংগততাকে উন্নীত করতে

এবং যৌথ পরিচালনা সহ ইন্দো-প্যাসিফিকের অংশীদারদের সাথে তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার সুবিধা দেবে।

4. ডিজিটাল সমস্যাতে, ফোরামে অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশ (অস্ট্রেলিয়া, কোমোরস, ভারত, জাপান, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা), এই বন্টিত দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ প্রদানে এবং আমাদের ডেটা সুরক্ষা পরিকাঠামোর মধ্যে অভিন্নতাকে বৃদ্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক, উভয়ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে ডেটা সুরক্ষা ও আন্তঃসীমান্ত ডেটা প্রবাহর প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আলোচনা ও সহযোগিতাকে প্রতিপালন এবং আরও উন্নত করতে গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষার উপরে যৌথ ঘোষণাপত্রকে গ্রহণ করেছে।

5. ইইউ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে একান্নটি দেশ এবং আঞ্চলিক সংগঠন এই ফোরামে অংশগ্রহণ করেছে। এগুলি হলঃ ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া এবং লা রিইউনিয়নের বিদেশী সমষ্টি সহ ফ্রান্স, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, ব্রুনাই, বুলগেরিয়া, কম্বোডিয়া, সাইপ্রাস, কমোরোস, দক্ষিণ কোরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ডেনমার্ক, জিবুতি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, স্পেন, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, লাওস, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাদাগাস্কার, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মাল্টা, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, ওমান, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, সেশেলস, সিঙ্গাপুর, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, চেক প্রজাতন্ত্র, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক, ইউরোপীয় কমিশন, ইন্ডিয়ান ওশান কমিশন, প্যাসিফিক কমিউনিটি, প্যাসিফিক আইল্যান্ডস ফোরাম, ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন।

6. মিনিস্ট্রিয়াল ফোরাম ফর কোঅপারেশন ইন ইন্দো-প্যাসিফিক ছিল প্রতিফলন ও বিনিময়ের প্রথম সুযোগ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এর সদস্য রাষ্ট্র এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে একটি স্বাধীন উন্মুক্ত, খোলা এবং নিয়ম-ভিত্তিক নীতির ভিত্তিতে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

নিউ দিল্লি
মার্চ 21, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.